সুরা লাহাব

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

যখন রাসুল(সাঃ) খুব ভালোভাবে নিশ্চিত হলেন, যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আবু তালিব তাকে সাহায্য করবেন তখন একদিন তিনি সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করে জনসাধারণকে উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানালেন-'হায় শুভসকাল'। বলে,

রাসুল(সাঃ) এর কন্ঠে উক্ত আহ্বান শুনে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সেখানে যখন সমবেত হলো তখন তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, নিজের নবুওতপ্রাপ্তি এবং পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহ্বান জানালেন। এ ঘটনার এক অংশ সহী বুখারিতে ইবনে আব্বাস(রাঃ) কর্তৃক এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

যখন আয়াতটি নাযিল হলো তখন রাসুল(সাঃ) সাফা পর্বতশিখরে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রর সকলকে লক্ষ্য করে বিশেষ কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করে চিৎকার করতে থাকলেন- 'ওহে বনু ফিহ্‌র! ওহে বনু আদী! আবদে মানাফ, ইত্যাদি!'

উক্ত আহ্বান শুনতে পেয়ে সকলেই সেখানে সমবেত হলো। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলেও ব্যপারটির সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সে প্রতিনিধি প্রেরণ করলো। মোটকথা কুরাইশ গোত্রের সকলেই। তৎকালে আরবের নিয়ম ছিল, ভয়ংকর কোন বিপদের আশংকা দেখা দিলে, কিংবা কেউ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ে বিচার কিংবা প্রতিকার প্রার্থী হলে পর্বতশীর্ষে আরোহণপূর্বক (ইয়া সাবাহাহ), হায় প্রাতকাল, বলে চিৎকার করতে থাকতো। এতে লোকজন সেখানে সমবেত হতো।

সেখানে আবু লাহাবও উপস্থিত ছিল। অতঃপর রাসুল(সাঃ)বললেনঃ হে কুরাইশগণ!তোমরা বল, আজ (এ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে) যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পর্বতের আড়ালে এক প্রবল শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের সবকিছু লুন্ঠন করে নেয়ার জন্য লুকিয়ে আছে। তাহলে তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে কি?

সকলে সমস্বরে উত্তর করলো, হ্যাঁ, নিশ্চয়, বিশ্বাস না করার কোনই কারন নেই। আমরা কখনোই আপনাকে মিথ্যে বলতে শুনি নি।

তখন রাসুল(সাঃ)গুরুগম্ভীর কন্ঠে বললেনঃ যদি তা-ই হয়, বেশ শোনো, আমি তোমাদেরকে পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম এবং তার জন্য অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

তাঁর উক্ত সাবধান বাণী শুনে আবু লাহাব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল তোর সর্বনাশ হোক। এ জন্যই কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস?

উক্ত ঘটনার আরেক অংশ ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ যখন আয়াত নযিল হয় তখন রাসুল(সাঃ) চিৎকার করে সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। এ আহ্বান ছিল বিশেষ এবং সাধারণ উভয় ভাবধারার। তিনি চিৎকার করে বললেনঃ

‘হে কুরাইশগণ! জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু কাব গোত্রের লোকেরা! জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো।হে মুহম্মদের কন্যা ফাতিমা! আল্লাহর পাকড়াও এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। তবে তোমাদের সাথে বংশীয় এবং আত্মীয়তার সূত্রে যতটুকু উপকার করা সম্ভব ততটুকু করবো’।

.....